খেলা জমবে এবার!

কর্ণফুলি রিপোর্ট

সিডনীবাসী বাংলাদেশী মুসলমানদের মত প্রবাসী হিন্দুদের অবস্থাও এখন লেজে-গোবরে। তারাও একটি সংগঠনের নাম (বি.এস.পি.সি) ধরে রাখা এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোর্ট-কাচারীতে বছরখানেক ধরে দৌড়াদৌড়িতে আছেন। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) হিন্দুদের দুইপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহন শেষ হলে তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে, কে নামটি পাবে। অনেকের হয়ত মনে আছে বাংলাদেশে গত শতাব্দির নয় দশকের মাঝামাঝিতে দলের নির্বাচনি প্রতীক 'লাঙ্গল' মার্কা নিয়ে বিভক্ত জাতিয় পার্টির হোঃমোঃ এরশাদ ও প্রয়াত নেতা নাজিউর রহমানের সাথে যেমন দড়ি টানাটানি হয়েছিল ঠিক তেমনি কিছু এখন সিডনীতে হচ্ছে। কোন সংগঠনের নাম আঁকড়ে রাখার জন্যে অস্ট্রেলিয়-বাংলাদেশীদের এটাই প্রথম আইনি লড়াই। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রবাসে প্রথমবারের মত প্রমান করলেন, 'জান দেবো, নাম (মান) দেবো না।' বাদীপক্ষ সংগঠনের আসল নাম নিয়ে এবার তাদের দুর্গাপুজা করতে পারলেও বিবাদী পক্ষ আদালতের ইনজাংশনের কারনে গ্রানভীল টাউন হলে ভিন্ন নামে এবার উমা মায়ের পুজো করছেন। সাংগঠনিক বিভক্তি ও কুটচালের জন্যে কেউ কেউ একজন কাউন্সিলরকে দায়ী করছেন বলে হিন্দু কমিউনিটিতে অপবাদ আছে। আর সেই কুটচালের জন্যেই শুধুমাত্র সংগঠনের নাম ধরে রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে বাদি-বিবাদি উভয় পক্ষের আনুমানিক ১,৪৬৭৩৩ (একলক্ষ ছিচল্লিশ হাজার সাত শত তেত্রিশ) ডলার খরচ হয়ে গেছে। আইনি খরচের তোড়ে এখন এক পক্ষের ত্রাহী-ত্রাহী অবস্থা। আদালতে যেপক্ষই জিতুক না কেন আইন মোতাবেক 'হারু পার্টি'কে (প্রতিপক্ষ) 'লিগ্যাল কষ্ট' পরিশোধ করতেই হবে। সেজন্যে হয়তবা দু একজনের গাড়ী-ঘরও বিক্রি করতে হতে পারে অথবা স্বঘোষিত 'দেউলিয়া' হতে পারে। সেচ্ছাসেবামুলক (ভলান্টারী) কাজ করতে গিয়ে ধনে-মানে এমন খেসারত দেয়াটা সত্যি বড় পরিতাপের। শুধু একটু নাম ও পদের জন্যেই অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মতই অকর্ম করছেন। র্দুভাগা বটে।

সিডনীবাসী মুসলমানরাও তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদটির নেতৃত্ব নিয়ে এখনো আইনি লড়াইয়ে লেগে আছেন। বাদী পক্ষ জনাব কবির আহমেদ (রাজু) যিনি ভুতপুর্ব কমিটির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং বিবাদী পক্ষ ডঃ আয়ুবুর রহমান চৌধুরী যিনি একই কমিটির সভাপতি ছিলেন। ডঃ চৌধুরী তারই কমিটিভুক্ত সাধারন সম্পাদক সহ আরো কয়েকজন সদস্যকে অসাংবিধানিক কর্মকান্ড ও অর্থ আত্বসাতের অপবাদ দিয়ে কমিটি'র মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র ৬ সপ্তাহ পুর্বে কমিটি থেকে বরখাস্ত করেন। তারই প্রতিবাদে কবির আহমেদ রাজু আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। দশ মাস দশ দিন অচেতন থেকে কমিটি সমাপ্তির মাত্র দেড় মাস আগে ডঃ চৌধুরীকে জেগে উঠতে দেখে অনেকে এটিকে 'উদ্দেশ্যমুলক' অথবা 'সাংগঠনিক অদক্ষতা' বলে মনে করছেন। তার মেধাহীনতা ও বিজ্ঞতার অভাবেই বাংলাদেশী মসজিদের বর্তমান সংকট দেখা দিয়েছে। আইনি লড়াইয়ে ইতিমধ্যে উভয়পক্ষের ১,৩৩৪০০ (একলক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত) ডলার দায় হয়েছে। আরো খরচ আছে সামনে। খরচের যন্ত্রনায় ডঃ চৌধুরী ইতিমধ্যে আদালতের গত দুই শুনানীতে উকিল নেননি। ডঃ চৌধুরী আদালতের ইংরেজী বোঝেননা অজুহাত দেখায়। যার কারনে তারই সমমনা আরেকজন আনাড়ী ও সীমিত ইংরেজী-জ্ঞান সম্পন্ন সাথী আদালতে তাকে পর-পর দু'দিন সহযোগীতা করে। বিবাদে লিপ্ত মুসলমানদের মামলাতেও এক পক্ষ হারলে প্রতিপক্ষকে মামলার খরচ খেসারত (লিগ্যাল-কষ্ট) দিতে হাজার-হাজার ডলার গুনতে হবে, এমনকি ঘর-গাড়ীও বিক্রি করতে হতে পারে। ডঃ চৌধুরী আগে বুঝলে ঘুনাক্ষরেও মৌচাকে এভাবে ঢিল ছুঁড়তে সাহস পেতেন না।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের (বি.আই.সি) সংশ্লিষ্ঠ সকলকে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে সম্প্রতি আদালত নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক ভুতপুর্ব কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান (হৃদয়)কে সার্বজনিন 'কানেক্টিং পয়েন্ট' হিসেবে নির্ধারন করে আদালত সবাইকে ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে তাদের সদস্য ফরম ও ফী জমা দিতে আদেশ দেন। আজ পর্যন্ত বি.আই.সি এর কমিটি গঠন ও গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কখনো হয়নি। মসজিদটি নিয়েও এত প্রচার ও সংবাদ আগে কখনো প্রকাশ

হয়নি। এবারের আইনি লড়াই এবং তার ফসল হিসেবে নির্বাচন নিয়ে সিডনীবাসী মুসলমান কমিউনিটির মাঝ ব্যাপক সাড়া দেখা দিয়েছে। জীবনে একবেলা নামাজও পড়েনি এবং মসজিদের রাস্তা চেনে না এমন অনেকে আসন্ন নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বি.আই.সি'র মেম্বার হয়েছেন। বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে মুক্তমনা এবং নামধারী অন্যান্য মুসলমানদের মত কর্ণফুলি'র সম্পাদকও ডেডলাইনের শেষমুহূর্তে গিয়ে প্রথমবারের মত এবার বি.আই.সি'র ভোটার হয়েছেন।

গত ১৯ সেপ্টঃ বিকেল ৫টার মধ্যে বিভিন্ন দল ও আসন্ন প্যানেলের কর্মকর্তারা কোষাধক্ষের কার্যালয়ে এসে তাদের সংগৃহীত মেম্বারদের (ভোটার) ফরম ও ফী জমা দিয়েছেন। ঘড়ির কাটা দেখে সবাই শেষ মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসেন আদালতের প্রদত্ত 'ডেডলাইন'এর মধ্যে। শোনা গেছে 'ডেডলাইন' এর পরও কেউ কেউ উক্ত কোষাধক্ষ্যের কাছে 'আবদার' করেন তাদের সংগৃহীত আরো কিছু মেম্বারের ফরম জমা নেয়ার জন্যে। কিন্তু সেরকম কোন সুবিধা কাউকে দেয়া হয়নি বলে কোষাধক্ষ মশিউর রহমান তার নিরপেক্ষতা দাবী করেন। সিডনীস্থ তবলীগ-জামাত অবলম্বি এক পক্ষ বিকেল পাঁচটার মধ্যে তাদের সংগৃহিত মেম্বারদের ৯৭টি ফরম ও ফী জমা দিয়ে গেলেও পরবর্তীতে রাতে আরো ৭৩ জনের ফরম-ফী জমা দিতে আসার পরও তা নেয়া হয়নি বলে বিশ্বস্থসুত্রে জানা গেছে। আরো দু একটি গ্রুপ একইভাবে 'ডেডলাইন' পরবর্তী সুবিধা নিতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন বলে শোনা গেছে।

আদালত ২৬শে সেপ্টঃ সকল পক্ষের মেম্বার সংখ্যা রিভিউ করে দেখেছেন এবং একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন দলের অর্ন্তভুক্ত করে একাধিকবার ভোটার করার বিষয়টি সংশোধন করে ভোটার সংখ্যা চুড়ান্ত করেছেন। প্রাপ্ত সংবাদ থেকে 'ডেডলাইন' অবধি ভোটার (মেম্বার) বিষয়ে নিম্নরুপ তথ্য জানা যায়।

জনাব কবির আহমেদ (রাজু) সংগ্রহ করেছেন ৪৩৭ (চার শত সায়ত্রিশ) জন নুতন মেম্বার, ২ (দুই) জন লাইফ মেম্বার এবং ২৮৫ (দুই শত পঁচাশি) জন রিনিউড মেম্বার। সর্বমোট ৭২৪ জন। বি.আই.সি'র ব্যাঙ্ক ফান্ডে তারা সদস্য সংগ্রহ বাবদ জমা দিয়েছেন সর্বমোট ১৫,০০০ (পনের হাজার) ডলার।

জনাব আবদুল্লাহ ইউসুফ (শামীম) ও তার সহ-মতালম্বিরা সংগ্রহ করেছেন সর্বমোট ৯৭ (সাতানব্বুই) জন (নিউ+রিনিউড) মেম্বার। বি.আই.সি'র ব্যাঙ্ক ফান্ডে তারা সদস্য সংগ্রহ বাবদ জমা দিয়েছেন ১৯৪০ (এক হাজার চল্লিশ) ডলার।

ডঃ আয়ুবুর রহমান চৌধুরী এবং তার সহ-মতালম্বিরা সংগ্রহ করেছেন সর্বমোট ৮৮১ (আট শত একাশি) জন (নিউ+রিনিউড) এবং বি.আই.সি'র ব্যাঙ্ক ফান্ডে জমা দিয়েছেন ১৭৬২০ (সতের হাজার ছয় শত কুড়ি) ডলার। তবে জানা গেছে তার দল ডেডলাইনের ভেতরে অনেক আগ্রহী সদস্যের ফরম ও ফী জমা দিতে পারেনি।

ডঃ মাওলানা রাশেদ রশিদ (মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যেক্তা) এবং তার সাথী মাওলানা ফেরদৌস আলম সংগ্রহ করেছেন সর্বমোট ৩৮ (আটত্রিশ) জন (নিউ+রিনিউড) এবং বি.আই.সি'র ব্যাঙ্ক ফান্ডে জমা দিয়েছেন ৭৬০ (সাত শত ষাট) ডলার।

কোয়ান্টাসের জনাব কামরুল সংগ্রহ করেছেন সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন (নিউ+রিনিউড) এবং বি.আই.সি'র ব্যাঙ্ক ফান্ডে জমা দিয়েছেন ৩৬০ (তিন শত ষাট) ডলার।

জনাব ইউনুস মন্ডল এবং তার সাথীরা সংগ্রহ করেছেন সর্বমোট ৭৭ (সাতত্তুর) জন (নিউ+রিনিউড) এবং ২ (দুজন) লাইভ মেম্বার। ব্যাঙ্কের একাউন্টে ক্যাশ ও চেক মিলিয়ে জমা দিয়েছেন ২১৪০ (দু হাজার একশত চল্লিশ) ডলার।

উল্লেখ্য এবারই প্রথম বি.আই.সি'র মেম্বার সংগ্রহের অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান কর্পোরেশন আইন মোতাবেক যদি কোন করপোরেশন তার প্রধান কর্মকর্তার টাউটিজম, ফায়েজলামী ও মেধাহীনতার কারনে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে তাহলে সেই দায় ব্যক্তিগতভাবে উক্ত কর্মকর্তাকেই বহন করতে হয়। অনেকের মনে এখন প্রশ্নঃ (১)সংগৃহীত এই ফান্ড ভবিষ্যতে কোন খাতে ব্যবহার হবে? (২)চলতি মামলার বকেয়া খরচ পরিশোধ করার জন্যে কি? (৩)আসন্ন নির্বাচনে জিতলে কোন প্যানেল তাদের মামলার খরচ ওঠানের জন্যে মসজিদের ফান্ডে হাত রাখবে? (৪)মামলাটি কোন ব্যক্তির কারনে শুরু হয়েছিল? (৫)সেই ব্যক্তি অথবা তার সমমনা প্যানেলটি নির্বাচিত হলে কি মসজিদের জন্যে মঙ্গল হবে? সে কথা মাথায় রেখে বি.আই.সি'র এবারের নির্বাচন জমবে ভালো।